খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক ২০১৩

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠাতা

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ১৮৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসের কোনো এক শনিবার বর্তমান সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত নলতা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় বিদ্যালয়ে তাঁর লেখাপড়া শুরু হয়। পরে তিনি কলকাতার লন্ডন মিশনারী স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হুগলী কলেজ থেকে ১৮৯২ সালে এফ. এ পরীক্ষা পাসের পর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৮৯৪ সালে বি.এ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৯৫ সালে দর্শন শাস্ত্রে এম. এ ডিগ্রি লাভ করেন।

শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর তিনি রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক হিসেবে চাকরি জীবন শুরু করেন এবং ১৯০৪ সালে হেডমাষ্টার পদে নিযুক্তি পান। অতঃপর শিক্ষা পরিদর্শন শাখাসহ শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত থেকে দেশের বহু জেলায় কাজ করার সুযোগ পান। ১৯১২ সালে তিনি ব্রিটিশ ভারতের কেন্দ্রীয় শিক্ষা সার্ভিসে (আইইএস) অন্তর্ভুক্ত হন। তিনিই ছিলেন উপমহাদেশের প্রথম ব্যক্তি, যিনি তৎকালীন বাংলা ও আসাম সরকারের সহকারী জনশিক্ষা পরিচালক নিযুক্ত হন। তিনি কিছুকাল জনশিক্ষা পরিচালকেরও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৯ সালে তিনি সরকারি চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করেন। পরে কলকাতা থেকে নিজ গ্রাম নলতায় ফিরে আসেন এবং ১৯৩৫ সালে সেখানে সমগ্র মানব সমাজের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সেবার মহান ব্রত নিয়ে 'আহ্ছানিয়া মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে তৎকালীন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুরূপ অনেক মিশন প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকায় ১৯৫৮ সালের ৯ ফেব্রুয়ারিতে তিনি 'ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য বৃটিশ সরকার ১৯১১ সালে তাঁকে খানবাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করে। তিনি 'রয়েল সোসাইটি ফর দি এনকারেজমেন্ট অব আর্টস, ম্যানুফ্যাকচারস এন্ড কমার্স'-এর সদস্য পদ লাভ করেন। পরীক্ষার খাতায় নামের পরিবর্তে রোল নম্বর লেখার রীতি প্রবর্তন, অসংখ্য মক্তব, মাদ্রাসা, স্কুল ও কলেজ ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, ফুলার হোস্টেল, বেকার হোস্টেল, কারমাইকেল হোস্টেল ইত্যাদি ছাত্রাবাস স্থাপন, স্কুল কলেজে মুসলমান শিক্ষার্থীদের বৃত্তির আনুপাতিক সংখ্যা নির্ধারণ, টেক্সটবুক কমিটিতে মুসলমান সদস্য নিয়োগ, মুসলমান লেখকদের লিখিত বইপত্র পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্বাচন ইত্যাদি তাঁর অসংখ্য অমূল্য কীর্তির কয়েকটি উদাহরণ। তিনিই ছিলেন কলকাতার বিখ্যাত মখদুমী লাইব্রেরি ও আহ্ছানউল্লা বুক হাউজ-এর প্রতিষ্ঠাতা। সেসময় তাঁরই সহযোগিতা ও আনুকূল্যে পুস্তক প্রণয়ন ও সাহিত্যকর্মে মুসলমানদের জয়যাত্রার সূচনা হয়।

চাকরি জীবনে এবং অবসর জীবনে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) একান্তভাবে আধ্যাত্মিক সাধনার পাশাপাশি নিরলসভাবে সাহিত্যচর্চা করে গেছেন। সমাজ ও দেশ, বাংলা ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ইতিহাস, শিক্ষা, ধর্ম, জীবনকথা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি ৭৯টি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার প্রতিটিই অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত, তথ্যসমৃদ্ধ এবং সাহিত্যগুণে গুণান্বিত।

১৯৬৫ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। জন্মস্থান নলতা শরীফে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় এবং সেখানে তাঁর পবিত্র মাজার বিদ্যমান। প্রতিবছর মাঘ মাসের ২৬-২৮ তারিখে সেখানে তাঁর পবিত্র ওরস শরীফ অনুষ্ঠিত হয়।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক ২০১৩ প্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

সংক্ষিপ্ত জীবনতথ্য

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ১৯৪২ সালের ১৮ এপ্রিল হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার রতনপুর গ্রামের একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মোহাম্মদ মাহতাবউদ্দিন ছিলেন স্থানীয় সার্কেলের সরপঞ্চ, একজন রাজনৈতিক ও সমাজ সচেতন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। মাতা চমকচান গৃহিনী হিসেবে অন্য সন্তানের তুলনায় ফরাসউদ্দিনের প্রতি একটু বেশি যত্ন নিতেন।

আজীবন মেধাবী মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন পিতা প্রতিষ্ঠিত রতনপুর প্রাইমারি স্কুল থেকে ১৯৫০ সালে দ্বিতীয় শ্রেণি এবং জগদীশপুর হাইস্কুল থেকে ১৯৫৩ সালে ৫ম শ্রেণির লেখাপড়া শেষ করেন। ১৯৫৮ সালে সিলেট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক এবং ১৯৬০ সালে সিলেট এম সি কলেজ থেকে আইএসসি পাশ করেন। উভয় পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় স্থান করে নিয়েছিলেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৩ সালে অর্থনীতিতে সম্মানসহ বি.এ এবং ১৯৬৪ সালে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন; উভয় পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান লাভ করেন। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৮ সালে অর্থনীতি ও রাজনৈতিক অর্থনীতি বিষয়ে দু'টো এম.এ ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ১৯৭৯ সালে কস্ট-বেনিফিট অ্যানালাইসেস বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। তার তিনজন সুপারভাইজার ছিলেন পেরুর প্রফেসর ড্যানিয়েল শিডলিস্ক, ইংল্যান্ডের প্রফেসর রবার্ট লুকাস ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রফেসর গুস্টভ পাপানেক।

কর্মজীবনের শুরুতে ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ১৯৬৪-৬৬ এই দু'বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক ছিলেন। ১৯৬৬ সালে তদানীন্তন পাকিস্তানের সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায় মেধা তালিকায় সিএসপি ক্যাডারে যোগদান করেন। জামালপুরের মহকুমা প্রশাসক, রাজশাহীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক ও করাচির অতিরিক্ত কমিশনার হিসেবে মাঠ পর্যায়ে কর্ম-অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হন মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। এ ছাড়াও সিন্ধু প্রদেশের উপসচিব, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের পরিচালক, সোনালী ব্যাংকের চেয়ারম্যান, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর চেয়ারম্যান, বহিঃসম্পদ বিভাগের উপসচিব, পরিকল্পনা কমিশনের যুগ্ম-প্রধান এবং অর্থবিভাগের যুগ্ম-সচিব তথা কন্ট্রোলার অব ক্যাপিটাল ইস্যুজ হিসেবে কাজ

করে সামষ্টিক অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। বাংলাদেশের প্রথম আইনমন্ত্রীর একান্ত সচিব হিসেবে কাজ করার সুবাদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কয়েকটি ব্যাংক ও কর্পোরেট সংস্থায় সরকার মনোনীত পরিচালক ও চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেন। কন্ট্রোলার অব ক্যাপিটাল ইস্যুজ হিসেবে কাজ করার সময় আশির দশকের শুরুতে ব্যাংক ও বীমা খাতকে ব্যক্তিখাতে উন্মুক্ত করে দেয়ার নীতি নির্ধারণ এবং বাস্তবায়নের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক ভূমিকা রাখেন। একই সময়ে অর্থ বিভাগের যুগ্ম-সচিব (বিনিয়োগ ও ব্যাংকিং) হওবার সুবাদে গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ ১৯৮৪ প্রণয়নে একজন মূল চালিকাশক্তি ছিলেন ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন।

১৯৯৮-২০০১ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর হিসেবে অনেক সংস্কারের কাজ শুরু করেন। ঋণখেলাপকে সামাজিক সন্ত্রাস হিসেবে ঘোষণা করে শক্তিধর ৫৭ জন ঋণখেলাপীকে শাস্তি প্রদান, মানি লন্ডারিং এর অপকর্মে জড়িত বিদেশীসহ শীর্ষস্থানীয় ৩৭জন ব্যাংক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, নিজ ব্যাংক থেকে মালিক পরিচালকগণের আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে ঋণ গ্রহণ বন্ধ করা, শুধুমাত্র রাজনীতির কারণে ব্যাংকের উপদেষ্টার পদ গ্রহণ নিষিদ্ধ করা, ব্যাংকের বোর্ড বনাম ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দ্বন্দ্ব ও বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিরেকে ব্যবস্থাপনার শীর্ষ কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও পদচ্যুতি বন্ধ করে সুস্থ, সবল, দক্ষ ও স্বচ্ছ ব্যাংক ব্যবস্থাপনার সুচনা করেন। তার সময়ে মূল্যস্ফীতি শতকরা ০২ (দুই) শতকের নীচে রাখা সম্ভব হয়েছিল। তিনি সামষ্টিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কারের প্রচলন করেন।

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি ইউএনডিপির প্রথমে উপ-আবাসিক প্রতিনিধি ও পরবর্তীতে আবাসিক প্রতিনিধি হিসেবে তিনটি দেশে সফলতার সঙ্গে কাজ করেন। এ সময় মাথাপিছু আয়ের বদলে টেকসই মানব উন্নয়ন সূচকের মাপকাঠি হিসেবে রিচার্ড জলি ও ড. মাহাবুবুল হক প্রণীত হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স (এইচডিআই) নামে উন্নয়নের মান মাপের বিকল্প পন্থার উদ্ভব প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন।

এ ছাড়াও ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল ও ঢাকা সিটি কলেজের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য ছিলেন ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। এখনও এর ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি। তিনি একাধিকবার শীর্ষ স্থানীয় উন্নয়ন পর্যালোচনা সংস্থা বিআইডিএস-এর নির্বাচিত সিনিয়র ফেলো এবং এর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য নির্বাচিত হন।

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন কর্মজীবনে সুবর্ণ সময় ১৯৭৩-৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একান্ত সচিব হিসেবে প্রথমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে কাজ করে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে অনেক কর্মকাণ্ডের সূচনা প্রত্যক্ষ করে হাতে-কলমে ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিলের মূল্যায়ন কমিটির সদস্য ছিলেন। শামসুল হক শিক্ষা কমিটির (১৯৯৭) একজন নেতৃস্থানীয় সদস্য হিসেবে কুদরত-এ-খুদা কমিশনের মূল সুপারিশের অনুসরণে মাতৃভাষায় একমুখী শিক্ষা এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রচলনের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করান। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিল প্রণয়নের পূর্বে জাতীয় অগ্রগতির দিক-দর্শনমূলক বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনার (২০১১-২১) পরামর্শক কমিটির সদস্য হিসেবে ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। উচ্চ-শিক্ষার মান উন্নয়নে তার মৌলিক চিন্তা রয়েছে; এ সম্পর্কে বিভিন্ন উদ্যোগের (অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল) সঙ্গে ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বিশেষভাবে সম্পৃক্ত।

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতা (২০১১), শাহ মোহাম্মদ শামসুল কিবরিয়া স্মারক বক্তৃতা (২০১০), বিআইবিএম এর নূরুল মতিন স্মারক বক্তৃতা (২০১১ এথিকস ইন ব্যাংকিং), প্রফেসর মোজাফফর আহমেদ স্মারক বক্তৃতা (২০১২), ইঞ্জিনিয়ার এম এ জব্বার স্মারক বক্তৃতা (২০১৪) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৩তম জন্মদিবস ১ জুলাই ২০১৪ সনে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় উচ্চশিক্ষার ভূমিকাসহ গবেষণাধর্মী একটি নিবন্ধ পেশ করেন। ২০১৪ সালের ২১-২২ জুন বাংলাদেশ ইকনমিস্টস ফোরামের প্রথম সম্মেলনে তিনি "বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় অবাকাঠামো প্রতিবন্ধকতা" শীর্ষক নিবন্ধ পেশ করেন। ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনের গণতন্ত্রের পথেই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি (২০০৫) এবং প্রথম দর্শনে বঙ্গবন্ধু (২০০৯) নামে দুটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। কবি সরোজিনি নাইডু স্বর্ণপদক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক পুরস্কার ও সিলেট রত্ন পদক লাভ করেছেন ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন।

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন একজন পরিবারমুখো মানুষ। সহধর্মিণী আসমা (সুরাইয়া) প্রায় উনপঞ্চাশ বছর ধরে তার সুখে-দুখে অবিচল আস্থা ও অনুপ্রেরণায় পাশে থেকেছেন। তাই তিনি মনে করেন তার অর্জনের অনেকটাই মিসেস ফরাসউদ্দিনের প্রাপ্য। একমাত্র পুত্র আসফ, পুত্রবধু তানিয়া এবং একমাত্র কন্যা সোমা, জামাতা ড. হাসান শফি এবং চার চোখের মণি নাতি-নাতনি আরমান, রায়ান, রূশদান ও জারাকে নিয়েই এখন ফরাসউদ্দিন দম্পতির আলোকিত সংসার।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

অবিভক্ত বাংলা ও আসামের শিক্ষা বিভাগের সহকারী পরিচালক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা সংস্কারক, জননন্দিত সমাজসেবক, খ্যাতিমান সাহিত্যিক এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছুফী সাধক খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ১৯৩৫ সালের ১৫ মার্চ খুলনা (বর্তমানে সাতক্ষীরা) জেলার নলতা শরীফে আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এই মিশনের শতাধিক শাখা দেশ-বিদেশে জনসেবা এবং মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৫৮ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তিনি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো- নিরক্ষরতা দূরীকরণ, উপানুষ্ঠানিক ও অব্যাহত শিক্ষা, দারিদ্র্য বিমোচন, আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসংস্থান, পানি ও স্যানিটেশন, পরিবেশ সংরক্ষণ, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য, দুর্যোগ মোকাবেলা, গৃহসংস্থান ও পুনর্বাসন, কারিগরি শিক্ষা, নারী ও শিশু অধিকার, শিক্ষা ও যোগাযোগ উপকরণ উন্নয়ন, জনসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ, বস্তি এলাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন, মাদক প্রতিরোধ ও মাদকাসক্তি চিকিৎসা, শিশু ও নারী পাচার রোধ, গবেষণা প্রভৃতি। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মিশন ইতোমধ্যে আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, আহ্ছানউল্লা ইন্সটিটিউট অব ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, ভোকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ফর ওয়ার্কিং চিলড্রেন, আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ, আহ্ছানিয়া মিশন-সৈয়দ সাদা'ত আলী মেমোরিয়াল এডুকেশন এন্ড ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, আহ্ছানিয়া মিশন ইন্সটিটিউট অব সূফীজম প্রতিষ্ঠা করেছে। সামাজিক সেবা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে- নগরদোলা, বুক ডিস্ট্রিবিউশন হাউজ, হজ্জ ফাইন্যান্স কোম্পানি ও আহ্ছানিয়া-মালয়েশিয়া হজ্জ মিশন। এ ছাড়াও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বমানের ৫০০ শয্যার আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক সম্মাননা ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সমাজ সেবার স্বীকৃতি হিসেবে প্রাপ্ত বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার স্বাধীনতা পুরস্কার- ২০০২, ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কার- ২০০৩, গ্লোবাল ডেভলপমেন্ট নেটওয়ার্ক অ্যাওয়ার্ড- ২০০৩, AGFUND আন্তর্জাতিক পরিবেশ পুরস্কার- ২০০৪, ISESCO সাক্ষরতা পুরস্কার- ২০১২ ও ইউনেস্কো কনফুসিয়াস প্রাইজ ফর লিটারেসি- ২০১৩।

বিভিন্ন বছরে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব

জনাব মোহাম্মদ ফেরদাউস খান	১৯৮৬
জাতীয় অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহীম	১৯৮৭
জনাব এস.এম. আল হোসায়নী	১৯৮৮
জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান	১৯৮৯
জাতীয় অধ্যাপক অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ	১৯৯০
জনাব আজিজ উল হক	১৯৯৭
জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম. আর খান	১৯৯৮
সাবেক প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামাল	১৯৯৯
জাতীয় অধ্যাপক মুহাম্মদ শামস্ উল হক	২০০০
প্রফেসর ড. ওয়াহীদ উদ্দিন আহমেদ	২০০১
প্রফেসর এমেরিটাস ড. সিরাজুল হক	২০০২
ড. ফসিহ্ উদ্দিন মাহ্তাব	২০০৩
প্রফেসর ড. এম শমশের আলী	২০০৪
প্রফেসর ড. এম এইচ খান	২০০৫
এম সাহাবুদ্দিন আহমেদ	২০০৬
কাজী ফজলুর রহমান	২০০৭
ভেলরী এ্যান টেইলর	২০০৮
খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ	২০০৯
জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.) আব্দুল মালিক	২০১০
জনাব হাফিজ আহমদ মজুমদার	২০১১
প্রফেসর ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী	২০১২

সমকালীন কৃতিব্যক্তিত্বদের প্রতিভা ও অবদানের স্বীকৃতি প্রদান এবং মিশন প্রতিষ্ঠাতা হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)'র জীবন ও কর্ম সম্পর্কে পরিচিতির লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ১৯৮৬ সাল থেকে প্রতিবছর জাতীয় পর্যায়ের একজন কৃতিব্যক্তিত্বকে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক প্রদান করে আসছে।

স্মরণিকা ২০১৪

সেপ্টেম্বর ২০১৪

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

বাড়ি- ১৯, সড়ক- ১২, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা- ১২০৯
ফোন : ৮১১৯৫২১-২২, ৮১১৫৯০৯
ফ্যাক্স : ৮১৪৩৭০৬, ৯১৪৪০৩০
ই-মেইল : dam.bgd@ahsaniamission.org
ওয়েব সাইট : www.ahsaniamission.org.bd